প্রথম আলো
১০ মার্চ, ২০১০
পৃষ্ঠা—২

East West University
LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

এবার সবার মুখ চাওয়া-চাওয়ির পালা

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

আড্ডায় আনন্দে কাটে সময়

মোছাব্বের হোসেন ■ 'শাহরুখ খান তো ভালো ছবি করেন না, শুধু শুধু নিজের প্রচারণা চালান। নিজেকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তুলনা করেন। আমির খানকে দেখ, নিজের প্রচারণা চালান না, অল্প ছবি করেন, তাতেই হিট!

আরে রাখ তোর আমির খান, ওর ছবি কয়জন দেখে, ওর ভক্তের সংখ্যা তো হাতে গোনা, আর সারা বিশ্বে শাহরুখ খানের কোটি কোটি ভক্ত...।

আরে না, শাহরুখ খান আর আমির খানের অভিনয় আসমান-জমিন পার্থক্য। থাক থাক, আর বলতে হবে না, আমির খানের কুকুরের নাম শাহরুখ খান...।

এই তোরা থামবি। হইছে হইছে দুজনেই সেরা।' বলে দুই অভিনেতা সমর্থক দলের মধ্যস্থতা করল নবীন।

আড্ডার ফাঁকে প্রচণ্ড এই বাকযুদ্ধটি চলছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্টের চায়ের দোকানগুলোর সামনে। এখানকার আড্ডাগুলো হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বসে আড্ডা দেওয়ার জায়গার যে বড় অভাব!

আড্ডা হবে কিন্তু চা হবে না, এটা হতে পারে! মোটেও না। জিহান তাই চায়ের জন্য হাঁক দিল পাশের চায়ের দোকানে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চা এসে গেল।

আচ্ছা, ফেসবুকে তুই এটা কী স্ট্যাটাস দিয়েছিস? কবিটবি হয়ে গেলি নাকি আবার? জিহানের কাছে জানতে চাইল মিথিলা। এ তো দেখছি কবি-কবি ভাব কবিতার অভাব। সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। জিহান তখন লজ্জায় লাল টমেটো।

শাওন এবার মুরব্বি ভাব নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, সামনের রোববার যে আমাদের মিডটার্ম পরীক্ষা, তার কথা সবাই জানে তো?' এবার সবার মুখ চাওয়া-চাওয়ির পালা। সবার এ রকম পাংশুটে মুখ দেখে শাওন বলল, আচ্ছা আচ্ছা, আমি তোদের সবাইকে পরীক্ষার তারিখ ফেসবুকে পাঠিয়ে দেব। ওর কথা শুনে মুহূর্তেই সবার বুক থেকে পাথর নেমে গেল যেন। আমাদের তো স্যাররা মার্কসই দিতে চান না, তোদের কত ভালো নম্বর দেন! তমার দিকে তাকিয়ে ওমরের অভিযোগ। 'জি না, আমরা ভালো নম্বর পাই আমাদের নিজেদের যোগ্যতায়, পড়াশোনা করে!' ত্বরিত জবাব তমার।

আচ্ছা, শারমিন কই? ওকে ফোন কর তো...।

আসিফ ফোন দিতেই ওপাশ থেকে জবাব এল, সে জ্যামের মধ্যে আটকা পড়েছে। 'আচ্ছা, আমরা চায়ের দোকানের সামনে আছি, তুই চলে আয়।' বলে আসিফ ফোন রেখে দেয়।

আড্ডায় এবার পরচর্চা শুরু হয়। শুরুটা করে অবন্তি। আচ্ছা, নুসরাত স্যারের কানের দুলটা দেখেছিস? ছেলে মানুষ কানে দুল! ঘটনা কী? ওর কথায় একচোট হাসি হয়ে যায় আবার। স্যার মনে হয় বাবার বড় ছেলে, মানুষের নজর এড়ানোর জন্য বাবা হয়তো বা দুল দিয়ে দিয়েছেন! বলল রনি।

রনি, তুই এসব বিশ্বাস করিস? আইরিনের বিস্ময়।

'না, ছোটবেলায় দাদির মুখে বলতে শুনেছি। কারণ, আমার বাবার কান ফুটো ছিল। আমার বাবা ছিলেন বড় ছেলে।' কথার ফাঁকে চায়ের দোকান থেকে বিল পরিশোধের তাগিদে জিহান বলল, 'আমি দিই।' ওদিকে রনি ও নবীন একসঙ্গে মানিব্যাগ বের করেছে। কে কার আগে দেবে। সবাইকে থামিয়ে মিথিলা বলল, 'এই দাঁড়া, আমিই দিই।' মিথিলাকে বিল দিতে দেখে সবাই কিছুটা দমে গেল। রনি বলল, 'তুই দিবি ভালো কথা, দে দে।' সবার দমে যাওয়ার কারণটা জানা গেল, গত কয়েকটা আড্ডায় মিথিলা বিল দেয়নি, তাই তার বিল দেওয়ার প্রতি সবার আগ্রহ!

আচ্ছা, এই সেমিস্টারের সিলেবাসটা কার কাছে আছে? জানতে চাইল অপরাজিতা। সবাই শাওনকে দেখে বলল, তোর কাছে আছে তো? শাওন সায় দিল। 'তুই আমাদের সবাইকে একটা মেইল করবি, আজকের মধ্যেই।' অপরাজিতার আদেশ!

বাংলাদেশের খেলা নিয়ে কথা উঠে গেল এর মধ্যে। বাংলাদেশ আরও ভালো করতে পারত কিন্তু আবারও পুরোনো কথা, পারল না বাংলাদেশ! দেখিস, সামনের টেস্টে আরও ভালো করবে—প্রত্যাশা নবীনের। বাংলাদেশ সফরে শেবাগের সেই বাজে কথা বলাটা কি ঠিক হয়েছে? একদম ঠিক হয়নি—জিহানের কথায় আইরিনের সমর্থন। 'ওকে আরও পচানোর জন্য তো ফেসবুকে আমরা 'শেবাগ নিপাত যাক' নামে একটা গ্রুপ খুলেছি! জানিস, এর সদস্যসংখ্যা কত? এরই মধ্যে পনেরো শ!' বলল নবীন।

জিহান সবার উদ্দেশে বলল, 'চল, ক্রিকেট খেলব।' নিজেদের মাঠ নেই, তাই বলে তো বসে থাকা যায় না! তাই আস্ত একটা মাঠই ভাড়া নিয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তরুণেরা! সেই ভাড়া নেওয়া মাঠের দিকেই সবার গন্তব্য। অবন্তি বলল, 'তোরা যা, আমরা ওখানে গিয়ে কী করব?' 'বা রে, আমাদের উৎসাহ দিবি।' বলল রনি।

রনির এত আগ্রহ দেখে অপরাজিতা ফোড়ন কাটে, 'আচ্ছা, চল চল। দেখি, তোরা আমাদের প্রত্যাশার কতটুকু মূল্য রাখিস।' বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মতো করবি না তো আবার? সবাই এ কথা শুনে একসঙ্গে হেসে উঠল। আড্ডা গড়িয়ে চলল নতুন স্থানে...।